তাৎক্ষণিক প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মিডিয়া যোগাযোগ: নাসমীন আহমেদ, সিনিয়র ম্যানেজার
কমিউনিকেশন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট
জি.পি.ও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
Phone: +880-2-9840523-32, (ext. 3106)
nasmeen@icddrb.org

টাইফয়েড জ্বর নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বর্তমান অগ্রগতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ টাইফয়েড জ্বর ও অন্যান্য ইনভেসিভ সালমোনেলোসিস বিষয়ক অষ্টম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগদানের উদ্দেশে ঢাকা, বাংলাদেশ এ মিলিত হবেন

ঢাকা, বাংলাদেশ– ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ আগামী ১ ও ২ মার্চ, ২০১৩ তারিখে ঢাকায় এক কনফারেন্স আয়োজন করেছেন যেখানে তাঁরা টাইফয়েড, টাইফয়েড অথবা প্যারাটাইফয়েডের কারণে সৃষ্ট পেট সংক্রান্ত জ্বর এবং ইনভেসিভ নন টাইফয়েডাল সালমোনেলা থেকে সৃষ্ট রোগ রোগের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। একইসঙ্গে অধিক কার্যকর পরবর্তী প্রজন্ম টিকা উৎপাদনের খবর ও বৈধ অনুমোদন সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে। টাইফয়েড জ্বর ও অন্যান্য ইনভেসিভ সালমোনেলোসেস বিষয়ক অষ্টম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সটির আয়োজক কোয়ালিশন এগেইন্সট টাইফয়েড (সিএটি) সেক্রেটারিয়েট, তাদের সহযোগী-প্রতিষ্ঠান আইসিডিডিআর,বি, বাংলাদেশ পেডিয়েট্রিক এসোসিয়েশন (বিপিএ) এবং ইন্টারন্যাশনাল ভ্যাকসিন ইন্সটিটিউট (আইভিআই)।

সিএটি সেক্রেটারিয়েটের পরিচালক ডা. ক্রিস্টোফার নেলসন সাবিন ভ্যাকসিন ইন্সটিটিউটে আলাপকালে বলেন, ‘এই সভায় বিশ্বব্যাপী এবং এশিয়ার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত চিকিৎসক, গবেষক ও সরকারি নেতাদের মধ্যে গুরন্নত্বপূর্ণ আলোচনা হবে। এই অঞ্চলে টাইফয়েডের প্রকোপের হার কতটা উচ্চমাত্রার এবং কীভাবে টাইফয়েডের টিকার মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করা সম্ভব তার আলোচনা হওয়া অত্যন্ত গুরন্নত্বপূর্ণ।’

যেসব জায়গায় নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই, সেখানে টাইফয়েড জ্বর ও পেট সংক্রান্ত জ্বরের প্রকোপ বেশি। এই রোগ দূষিত পানি ও খাবারের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, বছরে প্রায় ২ কোটি ১০ লাখ মানুষ টাইফয়েডে আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যবরণ করে প্রায় ২ লাখ মানুষ, যাদের অধিকাংশই প্রাক-বিদ্যালয় অথবা বিদ্যালয়গামী শিশু। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই মৃত্যুর শতকরা ৯০ ভাগ ঘটে এশিয়া মহাদেশে।

বাংলাদেশ পেডিয়েট্রিক এসোসিয়েশন (বিপিএ)-এর সভাপতি অধ্যাপক রুহুল আমিন বলেন, 'বাংলাদেশে ছোট শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা যে সমস্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়, তার মধ্যে টাইফয়েড জ্বর অন্যতম প্রধান রোগ। প্রতিদিন টাইফয়েড আক্রান্ত অসংখ্য মানুষকে ক্লিনিকগুলোতে ভর্তি হচ্ছে। ঔষধ-প্রতিরোধী টাইফয়েডের আশঙ্কাজনক বিস্তার অধিক গুরুতর ও ব্যয়বহুল অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধে যে উদ্যোগ/ব্যবস্থাগুলো আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত।'

কয়েকটি দেশ, যেমন– চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা এবং নেপাল রোগটিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে টাইফয়েডের প্রচলিত টিকাগুলো ব্যবহার করেছে।

নেপালের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের পরিচালক ডা. শ্যাম রাজ উপরেতি বলেন,
'নেপাল দেখিয়েছে যে, টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডাদের সম্মিলিত নিবিড় উদ্যোগের মাধ্যমে সফলভাবে প্রচলন করা সম্ভব।'

এ অঞ্চলে টাইফয়েড টিকা কর্মসূচির সফলতার উদারণ থাকা সত্ত্বেও এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা টাইফয়েডের টিকাকে দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার দিলেও, এখনো অনেক দেশে এই টিকার ব্যবহার আশানুরূপ নয়।

নয়াদিলিস্নতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক কার্যালয়ের টেকনিক্যাল কনসালটেটিভ গ্রুপের চেয়ারপারসন এবং শ্রীলংকার মেডিকেল কাউন্সিলের সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ললিতা মেনডিট বলেন, 'এ অঞ্চলের পেডিয়েট্রিক এসোসিয়েশন ও অন্যান্যরা টাইফয়েডকে গুরুতর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিশেষ করে নতুন উদ্ভূত ও ক্রমশ ব্যাপকহারে বিস্তার লাভ করে যাওয়া ঔষধ-প্রতিরোধী টাইফয়েডকে। ভারতের সবচেয়ে বড় পেডিয়েট্রিশিয়ানদের সংগঠন দ্য ইন্ডিয়ান একাডেমি অব পেডিয়েট্রিক টাইফয়েডের টিকাকে দ্রুত জাতীয় টিকাদান কর্মসূচির সাথে একাভূত করার জন্য সুপারিশ করেছে। জাতীয় স্টেকহোল্ডার ও নীতি নির্ধারকদের অবশ্যই বিভিন্ন দেশের বিশেষ উদাহরণ পর্যালোচনা করে টাইফয়েডের টিকা প্রদানের সম্ভবপর এবং যথাযথ কৌশল প্রণয়ন করা উচিত।'

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, যেমন–বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন, ওয়েলকাম ট্রাস্ট স্যাংগার ইন্সটিটিউট এর নেতৃত্ব ও সহযোগিতায়, টাইফয়েড জ্বর ও অন্যান্য ইনভেসিভ সালমোনেলোসেস বিষয়ক অষ্টম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সটি প্রতিনিধিত্ব করছে আন্তর্জাতিক বৃহৎ একটি উদ্যোগকে, যে উদ্যোগের ফলে টাইফয়েড, টাইফয়েড অথবা প্যারাটাইফয়েডের কারণে সৃষ্ট পেট সংক্রান্ত জ্বর এবং ইনভেসিভ নন টাইফয়েডাল সালমোনেলা থেকে সৃষ্ট রোগ, রোগের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সম্ভব হবে। সেই সাথে অধিক কার্যকর পরবর্তী প্রজন্ম টিকার উৎপাদন ও রোগের নির্ণয়ে উন্নতি সাধিত হবে। কার্যক্রমে আর্থিক সহযোগিতা দিচ্ছে আইভিআই এবং সাবিন ভ্যাকসিন ইন্সটিটিউটের কোয়ালিশন এগেইন্সট টাইফয়েড সেক্রেটারিয়েট।

টাইফয়েড জ্বর ও অন্যান্য ইনভেসিভ সালমোনেলোসেস বিষয়ক অষ্টম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন www.typhoidconference.org.

####

কোয়ালিশন এগেইন্সট টাইফয়েড (সিএটি)

কোয়ালিশন এগেইন্সট টাইফয়েড (সিএটি) একটি বৈশ্বিক ফোরাম যেখানে বিজ্ঞানী ও টিকা বিশেষজ্ঞরা টাইফয়েডের টিকাকে রোগের বিরন্নদ্ধে আরো বেশি কার্যকর করার অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষায় ও দুর্ভোগ লাঘবে কাজ করে যাচ্ছেন। বৈশ্বিক স্বাস্থ্য এজেন্ডায় টাইফয়েডকে অগ্রাধিকার প্রদানে এবং রোগ-নির্মূলের সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা তৈরির মাধ্যমে সিএটি জীবনরক্ষাকারী এই প্রতিষেধক টিকাগুলোর কাঙ্ক্ষিত বিস্তার ও ফললাভের প্রত্যাশা রাখে। সিএটি সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য http://www.coalitionagainsttyphoid.org/

সাবিন ভ্যাকসিন ইন্সটিটিউট

সাবিন ভ্যাকসিন ইন্সটিটিউট [501(c)(3)] **বিজ্ঞানী, গবেষক ও নিবেদিতপ্রাণ সমর্থকদের নিয়ে গঠিত একটি অ-লাভজনক প্রতিষ্ঠান। যাঁরা, টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য ও অবহেলিত ট্রপিক্যাল রোগসমূহের কারণে সৃষ্ট মানুষের অযথা দুর্ভোগ লাঘবে, সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বিশ্বের সর্বাধিক সংক্রামক্য রোগসমূহের সম্ভাব্য সমাধান প্রদানের লক্ষ্যে সাবিন সরকার, নেতৃস্থানীয় জনগণ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কাজ করছে। ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি ডা. আলবার্ট বি. সাবিন (মুখে খাওয়ার পোলিও টিকা আবিষ্কারক)-এর সম্মানে নতুন নতুন টিকা আবিষ্কারের মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা প্রদান ও নির্মূলকরণে অত্যন্ত গুরন্নত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এরই সাথে বিদ্যমান টিকাগুলোর প্রচার ও টিকা ব্যবহারে মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণ; চিকিৎসা সেবাকে ব্যয়স্বল্প ও সকলের সামর্থের মধ্যে আনার লক্ষ্যেও কাজ করছে সাবিন ভ্যাকসিন ইন্সটিটিউট।**

বিস্তারিত আরো জানতে ভিজিট করন্নন www.sabin.org.